দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 29 SEP 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গনে

এবার কোচিং সেন্টারের অন্যরকম দৌরাত্ম্য

ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র এখন কোচিং সেন্টারের ছড়াছড়ি। মূলতঃ হাতেগোনা কয়েকটি ছাড়া প্রায় সবগুলো কোচিং সেন্টারই এক একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এই ব্যবসা বর্তমানে খুবই জমজমাট। এরা বিভিন্ন সময় দেয় বিভিন্ন রকম কোচিং। যেমনঃ মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তির সময় দেয় মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং। আর কলেজ ভর্তির সময় দেয় কলেজ ভর্তি কোচিং। আমি এখন মেডিকেল কোচিং সেন্টারগুলোর কথাই বলব, এরা কোচিং সেন্টারকে যে রকম ব্যবহার করছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে, আবার সেরকম ব্যবহার করছে রাজনীতিতে। "রাজনীতি ভর্তি কেন্দ্র" হিসাবে এক্ষেত্রেও জড়িয়ে আছে কিছু শীর্ষস্থানীয় কোচিং সেন্টারের পরিচালকেরা। তারা এক একজন এক এক দল সমর্থন করেন। আমরা যখন বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ভর্তি হই তখন আমাদের থেকে ছবি, নাম, ঠিকানা রেখে দেওয়া হয়, পরে যখন আমরা বিভিন্ন মেডিকেলে চান্স পাই তখন এসব নাম-ঠিকানা ব্যবহার করা হয় "রাজনীতি ভর্তি কেন্দ্র"-এর উপকরণ হিসাবে। এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে এটা হয় কিভাবে? তাহলে আমি বলব, এর উত্তর খুব সোজা। কারণ এই কোচিং সেন্টারের সাথে যোগাযোগ আছে আবার বিভিন্ন ছাত্রদলের। নেতাদের তখন সকল নেতা নবীন ছাত্রদের সাথে এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করে যাকে আজকে আমাদের সমাজে বলা হয় মুরগীধরা বা মাছধরা। বিভিন্ন মিষ্টভাষ্যের মাধ্যমে এই সকল নেতা কোচিং সেন্টার থেকে ঠিকানা নিয়ে নবীন ছাত্রদের বাসায় যেয়ে তাদের অভিভাবকের নানারকম আশার বাণী শুনিয়ে বড় ভাইয়ের পরিচয় নিয়ে যেয়ে তাদের রুমে থাকার ব্যবস্থা করে এবং রাজনীতি স্বার্থ হাসিল করে। বলা বাহুল্য নবীন ছাত্রদের তখন আসা, যাওয়া, খাওয়া খরচ এই সকল নেতা বহন করে। কিন্তু এই শেষ নয়। তখন শুরু হয় আর এক নতুন অধ্যায়, এই সকল নতুন ছাত্রদের নিয়ে প্রতিদিন চলে টানাটানি, হাতাহাতি। এই হাতাহাতি পরে রূপ নেয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। তাছাড়া এই নবীন ছাত্রদের উপর চলে অমানবিক নির্যাতন, আর দেয়া হয় জীবনের হুমকি, হাতে তুলে দেয়া হয় নানারকম অস্ত্র। এমতাবস্থায় জীবন গঠনের প্রথম লগ্ন যখন একটি ছাত্র ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আসে, তখন তারা এসব দেখে হয় ভীত-সন্ত্রস্ত। আর তাদের অভিভাবকেরা এসব দেখে হয়ে পড়েছেন চিন্তিত। অনেকে জীবন বাঁচানোর জন্য তাদের ছেলে-মেয়েদের জীবনের লক্ষ্য ফুরিয়ে দিচ্ছেন। তাদের একটাই কথা "যে ছেলেদের হাতে একদিন শোভা হবে মানুষ বাঁচানোর যন্ত্রপাতি। আজ তাদের হাতে দেখা যাচ্ছে মানুষ মারার মারণাস্ত্র। ফলে আজ দেখা যাচ্ছে দেশের অধিকাংশ মেডিকেল কলেজ হয়ত বন্ধ, নয়তবা ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে। আমি নিজেই এমন এক মেডিকেল কোচিং সেন্টারের শিকার। কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? আমরা নবীনরা এভাবে আর কতদিন এদের শিকার হব?

কাজী আহসান হাবীব,
শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ,
বরিশাল।

॥ দুই ॥

গত ১৬-৮-৯৩ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবের শিক্ষাঙ্গন কলামে বরিশালের মঈনুল ইসলাম হাসিব কর্তৃক "কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্যঃ ছাত্র-ছাত্রীরা দিশেহারা" শীর্ষক লেখাটির সাথে আমিও একমত। আমি ঢাকার একটি বিখ্যাত কোচিং সেন্টারে কোচিং করেছিলাম। সেখানে তাদের প্রকৃত অবস্থা দেখেছি। ঢাকার এসব কোচিং সেন্টারে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী কোচিং করে। ফলে কর্তৃপক্ষ, তাদের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। অনেকে 'ফ্যাশন' হিসেবে কোচিং করে। কোচিং সেন্টার হয়ে ওঠে আড্ডাস্থল এবং 'প্রেম সেন্টার'। রেজাল্টের পর কোচিং সেন্টারের এজেন্টরা বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে ছবি ও নাম সংগ্রহ করে। পত্রিকার বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, ৭ থেকে ১০ পর্যন্ত মেধাস্থান অধিকারীদেরকে প্রায় সবগুলো কোচিং সেন্টার তাদের সাফল্য হিসেবে প্রচার করে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? শোনা যায়, মৌখিক পরীক্ষায় টাকার বিনিময়ে তারা পূর্ণনম্বর পাওয়ার ব্যবস্থাও করে দেয়। অতীতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে একটি কোচিং সেন্টারের জড়িত থাকার কথা সকলেই জানেন। আমার বান্ধবীদের কয়েকজনে সে প্রশ্ন আমাকে দেখিয়েছি।

যাহোক, আমরা কোচিং-এর নামে সকল ভণ্ডামি ও দুর্নীতির অবসান চাই।

—শাওন,
সরকারী মহিলা কলেজ,
বরিশাল।

৬ষ্ঠ শ্রেণীর সমাজ বইয়ে ভুল

৬ষ্ঠ শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ নামক বইয়ের ৯৪ পৃষ্ঠায় "ম্যাগিলান (খ্রিঃ ১৪৭০-১৫২১)" শীর্ষক আবিষ্কারের কাহিনীতে ৯৫ পৃষ্ঠায় ৭ নম্বর লাইনে লেখা আছে 'ম্যাগিলান ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচখানা জাহাজ.....'। কিন্তু ৯৭ পৃষ্ঠায় ১৩ লাইনে শত্রুরা তার একখানা জাহাজ পুড়িয়ে ফেলে। অবশিষ্ট জাহাজ দু'খানা নিয়ে.....। প্রথমে বলা হয়েছে, পাঁচখানা, শত্রুরা পুড়িয়েছে একখানা থাকে তিনখানা, কিন্তু লেখা হয়েছে দু'খানা। আশা করি বোর্ড কর্তৃক এ রকম ভুল ভবিষ্যতে আর হবে না।

—খন্দকার মারুফ জাহান,
বিএএফ শাহীন কলেজ,
ঢাকা-১২১৫।